৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অভিভাবক মহলে ব্যাপক ক্ষোভ হতাশা

শীঘ্রই রাজধানীর ৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্ত করা হচ্ছে

সামছুল ইসলাম ঃ শীঘ্রই রাজধানীর ৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্ত করা হচ্ছে। সকল প্রকার নিয়ম-নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সূত্রাপুর থানা এলাকার ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালী থানা এলাকার ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লালবাগ থানা এলাকার ১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থায়ীভাবে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নগরীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিলুপ্ত করা হলে হাজার হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে। নগরীতে গণহারে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ শুরু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। রাজধানীতে দিন দিন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গণহারে বন্ধ করা হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ভেস্তে যাবে। যার রেশ ধরেও একসময় সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানায়, গত ২৬ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় কোতোয়ালী থানার ৩৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সূত্রাপুর থানার ২২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লালবাগ থানার ৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেন। সরকারী কোন সার্কুলার ছাড়াই শিক্ষা সচিবের নির্দেশের ভিত্তিতে ২৭ জুলাই থেকে বিদ্যালয় বন্ধের কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন থানা শিক্ষা অফিসাররা বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময়ে শিক্ষক হাজিরা খাতায় শিক্ষা সচিবের উদ্ধৃতি দিয়ে তড়িঘড়ি করে বিদ্যালয় বন্ধ শুরু করেছে। বছরের শেষদিকে বন্ধকৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

সূত্র মতে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাসের অজুহাত তুলে রাতারাতি বিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত অনেক থানা শিক্ষা অফিসার মেনে নিতে পারেননি। সূত্রাপুর থানা শিক্ষা অফিসার হাসিনা রাণী বিশ্বাস গত ২৭ জুলাই ওয়ারী সরকারী মহিলা সমিতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ডেকে মৌখিকভাবে বিদ্যালয়ে তালা জুলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। সূত্রাপুর থানা শিক্ষা অফিসার নিজে লিখিতভাবে বিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ না দিয়ে এটিও মাসুদা খানমকে দিয়ে লিখিতভাবে উক্ত বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। গত ৪ আগস্ট বন্ধকৃত ওয়ারী সরকারী মহিলা সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বিদ্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধের প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে বিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবীতে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। যেসব বিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেসব বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা করে। এসব বিদ্যালয়ের সম্পত্তি কি করা হবে তার কোন নীতিগত সিদ্ধান্তও নেয়া হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষা অফিসার বলেন, নগরীর বিলুপ্তকৃত বিদ্যালয়ের কোঠা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তড়িঘড়ি করে নগরীর প্রাচীনতম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কেন বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি মুখ খুলতে নারাজ।